গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

পরিদর্শন প্রতিবেদন

পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণের নাম:

জনাব মো. খলিলুর রহমান, যুগ্মসচিব ও সমন্বয়কারী, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

ডা. মোঃ ফরহাদুর রেজা, প্রোগ্রাম অফিসার, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল

পরিদর্শনের তারিখ: ১৭-১৮ নভেম্বর ২০১৮

গত ১৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখ, সকাল ১২ টা থেকে বিকাল ৪.৩০ মিনিট এবং ১৮ নভেম্বর দুপুর ৩ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা সময়কালে জনাব খলিলুর রহমান, সমন্বয়কারী (যুগ্মসচিব), জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল সিলেট শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক প্লেস (সরকারি অফিস, প্রাইভেট হাসপাতাল, আবাসিক হোটেল ও বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, এয়ারপোর্ট, বাস ও রেল স্টেশন) পরিদর্শন করেন। এ সময়কালে তিনি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ বাস্তবায়ন অগ্রগতি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করেন। এ সময় তাঁর সঙ্গে জনাব স্নিগ্ধেন্দু সরকার, জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর সিলেট উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সিলেট সার্কিট হাউজে ১৭ নভেম্বর রাতে বিভাগীয় কমিশনার সিলেট, পরিচালক স্থানীয় সরকার, অতিঃ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক সিলেট, অতিঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিলেট এবং সিলেট জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার ডা. মোঃ ফরহাদুর রেজা সার্বক্ষণিক সমন্বয়কারীর সঙ্গে এসব পরিদর্শনে উপস্থিত থেকে আলোকচিত্র গ্রহণ ও তথ্য লিপিবদ্ধ করেন।

পরিদর্শনকৃত স্থানসমূহ: ১) সিলেট এয়ারপোর্ট

২) এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট, ওয়েল ফেয়ার মার্কেট, সিলেট

৩) লন্ডন রেস্টুরেন্ট, ওয়েল ফেয়ার মার্কেট, সিলেট

৪) ফিজা এন্ড কোং, চৌকিদেঘী, সিলেট

৫) ফ্রিডম জেনারেল হাসপাতাল, সিলেট

৬) সেন্ট্রাল প্লাজা, সিলেট

৭) বাসমতী রেস্তোরাঁ, সিলেট

৮) ব্রিটানিয়া হোটেল, সিলেট

৯) হোটেল হলি গেইট, সিলেট

১০) হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড, সিলেট

১১) নূরজাহান হসপিটাল লিমিটেড, সিলেট

১২) হোটেল অনুপম, দরগা গেইট, সিলেট

১৩) আল জালাল রেস্ট হাউস, দরগা গেইট, সিলেট

১৪) ভোজন বাড়ি, জিন্দা বাজার, সিলেট

১৫) পানসী রেস্টুরেন্ট, জিন্দা বাজার, সিলেট

১৬) বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, সিলেট

১৭) সিলেট রেল স্টেশন

১৮) জসিম উদ্দিন রেস্তোরাঁ, রেল স্টেশন, সিলেট

১৯) আবু হামজা রেস্তোরাঁ, রেল স্টেশন, সিলেট

২০) এনা বাস কাউন্টার, সিলেট

২১) সিলেট বাস টার্মিনাল

২২) কিং ইস্টার রেস্টুরেন্ট, বাস টার্মিনাল, সিলেট

বিভাগীয় কমিশনার সিলেট, পরিচালক স্থানীয় সরকার, অতিঃ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক সিলেট, অতিঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিলেট এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন বিষয়ে আলোচনা

১৭ নভেম্বর রাত ৮ টায় সার্কিট হাউজের সভা কক্ষে বিভাগীয় কমিশনার সিলেট, পরিচালক স্থানীয় সরকার, অতিঃ বিভাগীয় কমিশনার , জেলা প্রশাসক সিলেট, অতিঃ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সিলেট এবং সিলেট জেলার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও টাস্কফোর্স কমিটি সক্রিয়করণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি প্রতি মাসে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের আওতায় অন্তত একটি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য সিলেটের বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের মাধ্যমে সিলেট বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক-কে অনুরোধ জানান। একই সঙ্গে সিলেট জেলার জেলা প্রশাসককে তাঁর আওতাধীন অন্যান্য উপজেলাসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিংয়ের জন্য অনুরোধ করেন। এসব মোবাইল কোর্টে প্রতিবেদন এনটিসিসি-তে প্রেরণ সম্পর্কেও অবহিত করেন।

জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী , বিভাগীয় কমিশনার , সিলেট জানান যে, সিলেট বিভাগের সকল জেলা প্রশাসক-কে তিনি ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ কার্যকর ভাবে বাস্তবায়নে, টাস্কফোর্স কমিটি সক্রিয়করণে এবং প্রতি মাসে অন্তত একটি মোবাইল কোর্ট তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে পরিচালনার জন্য নির্দেশ প্রদান করবেন। এম কাজী এমদাদুল ইসলাম, জেলা প্রশাসক সিলেট ও তাঁর আওতাধীন উপজেলাসমূহে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান ও মনিটরিংয়ের নির্দেশ দিবেন বলে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। তিনি আরও বলেন এ জেলার বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তিনি এ আইন বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

❖ সিলেট এয়ারপোর্ট

সিলেট এয়ারপোর্ট আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত এবং ধূমপানমুক্ত স্থান হিসাবে এয়ারপোর্টের বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়, কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায়:-

- আইন অনুযায়ী নো-স্মোকিং সাইনেজ শুধুমাত্র সিলেট এয়ারপোর্টের ডিউটি ফ্রি শপের ভিতরে এবং ইন-চার্জ লস্ট এন্ড ফাউন্ড এর দরজার সামনে দেখা যায়। কিন্তু এয়ারপোর্টের বিভিন্ন মূল প্রবেশপথগুলোতে এবং দৃশ্যমান স্থানে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ পাওয়া যায়নি। এয়ারপোর্টের ভিতরে কাউকে ধূমপান করতে দেখা যায়নি।

❖ এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট এবং লন্ডন রেস্টুরেন্ট, ওয়েল ফেয়ার মার্কেট, সিলেট

সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সংলগ্ন ওয়েল ফেয়ার মার্কেটে অবস্থিত দুটি রেস্টুরেন্ট হচ্ছে এয়ারপোর্ট রেস্টুরেন্ট এবং লন্ডন রেস্টুরেন্ট, আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত স্থান হিসাবে রেস্টুরেন্ট দুটির বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। এখানে পরিদর্শনকালে দেখা যায়:-

- রেস্টুরেন্ট দুটির ভিতরে বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান [যদিও সেগুলো আইন ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছিল না] এবং মালিকপক্ষ এর ভিতরে কাউকে ধূমপান ও করতে দেন না এবং কেউ সেখানে ধূমপান করেও না। মালিকপক্ষকে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর জন্য এবং আইন মেনে চলার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

- ওয়েল ফেয়ার মার্কেটের বাইরে একটি পয়েন্ট অফ সেল দেখা যায় যেখানে সিগারেটের প্যাকেট প্রচারণার মাধ্যম হিসাবে দৃশ্যমান ছিল। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি বিক্রেতাকে তখনি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করেন এবং সে যে আইন ভঙ্গ করছেন এ বিষয়ে তাকে সতর্ক করেন এবং ভবিষ্যতে তাকে আইন মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানান। বিক্রেতাকে তার দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেটগুলো সরিয়ে ফেলতে বলা হয় এবং তিনি তা শুরু করেন ।

❖ ফিজা এন্ড কোং, চৌকিদেখী, সিলেট

- সিলেটের চৌকিদেখী-তে অবস্থিত ফিজা এন্ড কোং একটি বড় কনফেকশনারি ও ফাস্ট ফুডের দোকান। এই দোকানটি পরিদর্শন কালে দেখা যায় যে দৃশ্যমানস্থানে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই। যদিও সেখানে কাউকে ধূমপান করতে দেখা যায়নি। মালিকপক্ষকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

❖ ফ্রিডম জেনারেল হাসপাতাল, সিলেট

- ফ্রিডম জেনারেল হাসপাতাল সিলেটের একটি প্রাইভেট হাসপাতাল। আইন অনুযায়ী সকল হাসপাতাল ও ক্লিনিক ভবন ১০০% ধূমপানমুক্ত। এই হাসপাতালটি পরিদর্শনকালে সেখানে কাউকেই ধূমপান করতে দেখা যায়নি এবং এর অভ্যন্তরে ও আশেপাশে কোথাও সিগারেটের বিক্রয়কেন্দ্র অথবা বিজ্ঞাপন ও দেখা যায় নি। হাসপাতালের অভ্যন্তরে

শুধু একটি জায়গায় নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান [যদিও সেটা আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছিল না]। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি মালিকপক্ষকে আইন ও বিধি অনুযায়ী হাসপাতালের প্রবেশপথ এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

❖ বাসমতী রেস্তোরাঁ ও জাফরান রেস্টুরেন্ট, আম্বরখানা, সিলেট

➢ সিলেটের আম্বরখানায় অবস্থিত বাসমতী রেস্তোরাঁ ও জাফরান রেস্টুরেন্টে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে বাসমতী রেস্তোরাঁতে প্রবেশের গেইটে একটি নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান [যদিও সেটা আইন ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছিল না]। কিন্তু জাফরান রেস্টুরেন্টের ভিতরে এবং মূল গেইটে কোথাও নো-স্মোকিং সাইনেজ দেখা যায়নি। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি মালিকপক্ষকে আইন ও বিধি অনুযায়ী রেস্টুরেন্ট দুটোর প্রবেশপথ এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

❖ ব্রিটানিয়া হোটেল

➢ বি-৯৫, শাহ-জালাল রোডে অবস্থিত তিন তারকা হোটেল ব্রিটানিয়া। এই হোটেলটি পরিদর্শনকালে হোটেলটির প্রবেশপথ, লবি ও রেস্টুরেন্টে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ পাওয়া যায়নি। যদিও সেখানে কাউকে ধূমপান করতে দেখা যায়নি তবুও এ ব্যাপারে মালিকপক্ষকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হোটেলটির প্রবেশপথ, লবি ও রেস্টুরেন্টে লাগানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয় এবং উপস্থিত জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-কে এ ব্যাপারে হোটেল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

❖ হোটেল হলি গেইট, সিলেট

➢ হলি কমপ্লেক্স, ইস্ট দরগা গেইট এ অবস্থিত হোটেল হলি গেইট। এই হোটেলটি পরিদর্শনে দেখা যায় এর প্রবেশপথে, লিফটে এবং লবিতে ধূমপান বিরোধী ও নো-স্মোকিং সাইনেজ সম্বলিত ইনফোগ্রাফিক্স প্রদর্শিত করা আছে। এজন্যে হোটেলে উপস্থিত কর্মচারীদেরকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং ধূমপান বিরোধী ও নো-স্মোকিং সাইনেজ সম্বলিত ইনফোগ্রাফিক্স এর পাশাপাশি নো-স্মোকিং সাইনেজ আইন ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

❖ হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড এবং নূরজাহান হসপিটাল লিমিটেড

- একই বিল্ডিং-এ পাশাপাশি অবস্থিত হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড এবং নূরজাহান হসপিটাল লিমিটেড। প্রথমে হোটেল নূরজাহান গ্র্যান্ড পরিদর্শন করা হয়। এই হোটেলটি পরিদর্শনে দেখা যায় এর প্রবেশপথে ও লিফটে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই। কিন্তু হোটেলটির লবিতে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শিত করা আছে [যদিও সেটা আইন ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছিল না]। এজন্যে হোটেলের উপস্থিত কর্মচারীদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হোটেলটির প্রবেশপথ, লবি ও রেস্টুরেন্টে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয় এবং উপস্থিত জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-কে এই ব্যাপারে হোটেল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।
- নূরজাহান হসপিটাল লিমিটেড পরিদর্শন করতে গিয়ে দেখা যায় যে, এই হাসপাতালের মূল প্রবেশপথ, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, রোগী ও রোগীর লোকদের বসার জায়গা সহ কোথাও নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই। এ বিষয়ে হাসপাতালের চেয়ারম্যানের সাথে সাক্ষাৎ করা হয় এবং তাকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং সে অনুযায়ী হাসপাতাল একটি ১০০ ভাগ ধূমপানমুক্ত এলাকা সেটি সম্পর্কে অবহিত করা হয়। নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হাসপাতালটির মূল প্রবেশপথ, অভ্যর্থনা কেন্দ্র, রোগী ও রোগীর লোকদের বসার জায়গা সহ সকল দৃশ্যমান স্থানগুলোতে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয় এবং উপস্থিত জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-কে এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

❖ হোটেল অনুপম ও আল জালাল রেস্ট হাউজ, দরগা গেইট, সিলেট

- সিলেটের হযরত শাহ্ জালাল (রহঃ) মাজারের নিকটবর্তী অবস্থিত হোটেল অনুপম ও আল জালাল রেস্ট হাউজ এ পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে, উভয় হোটেলরই মূল প্রবেশপথ, লবি ও অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানগুলোতে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই। এ বিষয়ে হোটেল দুটোর উপস্থিত কর্মচারীদেরকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং সে অনুযায়ী নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে হোটেলের মূল প্রবেশপথ, লবি ও অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানগুলোতে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।
- হোটেল দুইটির বাইরে একটি পয়েন্ট অফ সেল দেখা যায় যেখানে সিগারেটের প্যাকেট প্রচারণার মাধ্যম হিসাবে দৃশ্যমান ছিল। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি বিক্রেতাকে তখনি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করেন, সে যে আইন ভঙ্গ করছেন এ ব্যাপারে তাকে সতর্ক করেন এবং ভবিষ্যতে তাকে আইন মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানান। বিক্রেতাকে তার দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেটগুলো সরিয়ে ফেলতে অনুরোধ করা হয়।

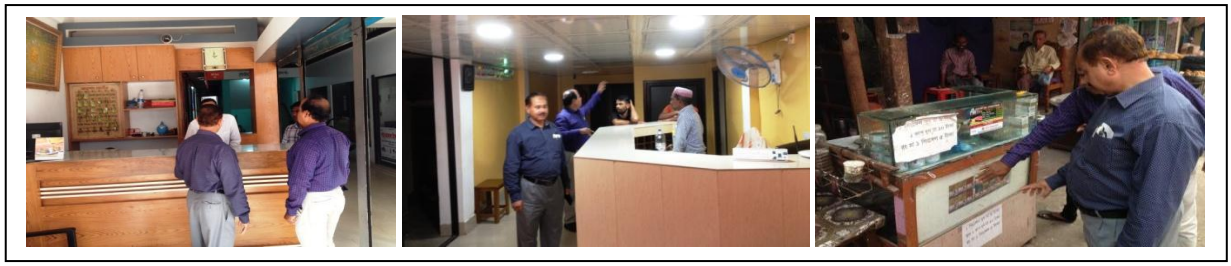

❖ ভোজনবাড়ি এবং পানসী রেস্টুরেন্ট, জিন্দা বাজার, সিলেট

➢ সিলেটের জিন্দা বাজারে অবস্থিত দু'টি বিখ্যাত ও স্বনামধন্য রেস্টুরেন্ট ভোজনবাড়ি। এখানে সবসময়ই প্রচুর লোক সমাগম হয়। এই রেস্টুরেন্ট দু'টি পরিদর্শন কালে দেখা যায়, রেস্টুরেন্ট দু'টির ভিতরে বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ ও ইনফোগ্রাফিক্স বিদ্যমান এবং মালিকপক্ষ এর ভিতরে কাউকে ধূমপান ও করতে দেন না এবং কেউ সেখানে ধূমপান করেও না। মালিকপক্ষকে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর জন্য এবং আইন মেনে চলার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়।

❖ হাছন রাজার স্মৃতি সমৃদ্ধ মিউজিয়াম অব রাজাস, সিলেট

➢ সিলেট শহরের হাছন রাজার স্মৃতি সমৃদ্ধ মিউজিয়াম অব রাজাস পরিদর্শনে দেখা যায় যে, মিউজিয়ামে ঢোকার গেইটে একটি নোটিশবোর্ডে একটি নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান [যদিও সেটা আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছিল না]। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি কর্তৃপক্ষকে আইন ও বিধি অনুযায়ী মিউজিয়ামে ঢোকার প্রবেশপথ এবং অভ্যন্তরে এক বা একাধিক দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

❖ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, সিলেট

➢ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, সিলেট পরিদর্শনে দেখা যায় যে, ভবনটির মূল প্রবেশপথ, করিডোরসহ অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানগুলোতে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান [যদিও কিছু জায়গায় সেটা আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছিল না]। সমন্বয়কারী, এনটিসিসি বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়কে আইন ও বিধি অনুযায়ী তাঁর কার্যালয়ে ঢোকার প্রবেশপথ, করিডোরসহ অন্যান্য দৃশ্যমান স্থানগুলোতে নো-স্মোকিং সাইনেজ প্রদর্শনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

❖ সিলেট রেল স্টেশন

- সিলেট রেল স্টেশন আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত এবং ধূমপানমুক্ত স্থান হিসাবে এর বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। কিন্তু পরিদর্শনকালে দেখা যায়:

- রেল স্টেশনের বিভিন্ন মূল প্রবেশপথ গুলোতে, প্ল্যাটফর্মে এবং দৃশ্যমান স্থানে কোন নো-স্মোকিং সাইনেজ পাওয়া যায়নি। শুধুমাত্র রেল স্টেশনের টি.এক্স.আর রুমের এর দরজার সামনে একটি মাত্র নো-স্মোকিং সাইনেজ দেখা যায় [যদিও সেটা আইন ও বিধি দ্বারা

নির্ধারিত পদ্ধতিতে ছিল না]। এ ব্যাপারে সহকারী স্টেশন মাষ্টারকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রেল স্টেশনের বিভিন্ন মূল প্রবেশপথ গুলোতে, প্ল্যাটফর্মে এবং দৃশ্যমান স্থানে লাগানোর জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয় এবং উপস্থিত জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর-কে এ ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষকে সাহায্য ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।

❖ জসিম উদ্দিন রেস্তোরাঁ এবং আবু হামজা হোটেল, রেল স্টেশন, সিলেট

সিলেট রেল স্টেশন সংলগ্ন দুটি রেস্টুরেন্ট হচ্ছে জসিম উদ্দিন রেস্তোরাঁ এবং আবু হামজা হোটেল, আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত স্থান হিসাবে রেস্টুরেন্ট দুটির বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। এখানে পরিদর্শনকালে দেখা যায়:

- রেস্টুরেন্ট দুটির ভিতরে বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ ও ইনফোগ্রাফিক্স বিদ্যমান এবং মালিকপক্ষ এর ভিতরে কাউকে ধূমপান

করতে দেন না এবং কেউ সেখানে ধূমপান করেও না। মালিকপক্ষকে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর জন্য এবং আইন মেনে চলার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং ভবিষ্যতে নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

❖ সিলেট বাস টার্মিনাল ও এনা বাস কাউন্টার

আইন অনুযায়ী বাস টার্মিনাল এবং বাস কাউন্টার পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত এবং এর বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। সিলেট বাস টার্মিনাল এবং এনা বাস কাউন্টার পরিদর্শনকালে দেখা যায়:

- সিলেট বাস টার্মিনাল ভবনের কোথাও নো-স্মোকিং সাইনেজ নেই এবং টার্মিনালের কয়েকটি স্থানে পয়েন্ট অফ সেল আছে যেখানে সিগারেটের প্যাকেট প্রচারণার মাধ্যম হিসাবে দৃশ্যমান ছিল। বিক্রেতাদেরকে তখনি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তারা যে আইন ভঙ্গ করছেন এ ব্যাপারে তাদেরকে সতর্ক করা হয় এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে আইন মেনে চলার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। বিক্রেতাগণকে তাদের দোকান থেকে সিগারেটের প্যাকেটগুলো সরিয়ে ফেলতে অনুরোধ করা হয়।

- এরপর বাস টার্মিনালের পাশেই অবস্থিত এনা বাস কাউন্টারে পরিদর্শন করা হয়। সেখানে কাউন্টার ভবনের ভিতরে কয়েকটি দৃশ্যমান স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ লক্ষ্য করা যায়। মালিকপক্ষকে নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর জন্য এবং আইন মেনে চলার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় এবং নো-স্মোকিং সাইনেজ গুলো আইন ও বিধি নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভবিষ্যতে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হয়।

❖ কিং ইস্টার রেস্টুরেন্ট, সিলেট

সিলেট বাস টার্মিনাল সংলগ্ন একটি রেস্টুরেন্ট হচ্ছে কিং ইস্টার রেস্টুরেন্ট, আইন অনুযায়ী পাবলিক প্লেস ও ধূমপানমুক্ত স্থান হিসাবে রেস্টুরেন্টটির বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান থাকা বাঞ্চনীয়। এখানে পরিদর্শনকালে দেখা যায়:

- রেস্টুরেন্টটির ভিতরে বিভিন্ন স্থানে নো-স্মোকিং সাইনেজ বিদ্যমান এবং মালিকপক্ষ এর ভিতরে কাউকে ধূমপান করতে দেন না এবং কেউ সেখানে ধূমপান করেও না। মালিকপক্ষকে জানানো হয়।

নো-স্মোকিং সাইনেজ লাগানোর জন্য এবং আইন মেনে চলার জন্য ধন্যবাদ

পরিশিষ্ট:

বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়, সিলেট-এ ১৮/১১/২০১৮ তারিখে ‘তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর কার্যকর বাস্তবায়নে করণীয়’ বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় যেখানে সভাপতি ছিলেন সিলেট বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী , প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী, এছাড়াও উক্ত কর্মশালায় সিলেট বিভাগের ৪ টি জেলার সিভিল সার্জনগণ, বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ সহ আরও অনেক জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কর্মশালায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের সমন্বয়কারী জনাব মো. খলিলুর রহমান সবাইকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন ও টাস্কফোর্স কমিটি সক্রিয়করণ বিষয়ে অনুরোধ করেন এবং প্রতি মাসে অন্তত একটি মোবাইল কোর্ট তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে পরিচালনার জন্য অনুরোধ জানান সেইসাথে এসব মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদন এনটিসিসি-তে প্রেরণ সম্পর্কেও অবহিত করেন।

কর্মশালা শেষে সমন্বয়কারী, এনটিসিসি সিলেট বিভাগের সকল সিভিল সার্জনদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তাঁদেরকে জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে জেলা ও উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিকে সক্রিয় করা এবং উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটিকে সক্রিয় করার নিমিত্ত UHFPO- দেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানসহ তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের কার্যকরী বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসন ও অন্যান্য সদস্যদের সাথে সমন্বয় সাধনের জন্য অনুরোধ জানান।

প্রতিবেদন প্রস্তুতকারীর নাম ও স্বাক্ষর
স্বাক্ষরিত ৩/১২/১৮
.....
ডাঃ মোঃ ফরহাদুর রেজা,
প্রোগ্রাম অফিসার, এনটিসিসি

প্রতিবেদন অনুমোদনকারী
স্বাক্ষরিত ৩/১২/১৮
.....
মোঃ খলিলুর রহমান
সমন্বয়কারী, এনটিসিসি

****